খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

আজ ২০শে ফেব্রুয়ারি আর এই দিনটি আহমদীয়া জামাতে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য সুপরিচিত। এটি শুধুমাত্র একটি ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং এক মহান ঐশী নিদর্শন যা মহাপ্রতাপান্বিত খোদা আমাদের সম্মানীত নবী রাউফুর রহীম মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যতা এবং বিশেষত্ব প্রকাশ করার জন্য দেখিয়েছেন।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,
আজ ২০শে ফেব্রুয়ারি আর এই দিনটি আহমদীয়া জামাতে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য সুপরিচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামের সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিদর্শন প্রার্থণা করেছিলেন কেননা অমুসলমানদের ইসলামের ওপর আক্রমন চরম রূপ ধারণ করেছিল বা চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল তাই তিনি (আ.) চিল্লাকাশি করেন আর আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া কবুলিয়তের নিদর্শন স্বরূপ তাকে এক অসাধারণ নিদর্শনের সংবাদ দেন। এর বিস্তারিত বিবরণ এখন আমি উল্লেখ করব না। এই বিষয়ে পূর্বেও আমি কয়েকটি খুতবা দিয়েছি। এছাড়া প্রতি বছর জামাতের মাঝে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর জলসাও হয়ে থাকে যেখানে জামাতের ওলামা এবং বক্তাগণ এ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন। আর এর বিস্তারিত বিবরণ জামাতের কাছে বর্ণিত হতেই থাকে। এ বছরও ইনশাল্লাহ্তা'লা তা বর্ণিত হবে। আজকাল জলসা হচ্ছে এই বিষয়ে।

আজ আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র নিজের ভাষায়, এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে তিনি যা বলেছেন তা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। সকল দিক উল্লেখ করা সম্ভব হবে না, শুধুমাত্র কতিপয় উদ্বৃতি উপস্থাপন করব। ১৯৪৪ সনে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আজ থেকে পূর্ণ ৫৮ বছর পূর্বে যার ৫৯তম বছর আজকে শুরু হচ্ছে, আজকের দিন অর্থাৎ ২০শে ফেব্রুয়ারীর দিন ১৮৮৬ সালে (এটি হুশিয়ারপুরে প্রদত্ত বক্তৃতা) এই হুশিয়ারপুরে এবং এই বাড়িতে যা এখন আমার আঙ্গুলের সামনে রয়েছে, যেখানে তিনি বক্তৃতা করছিলেন সেই মাঠের সামনেই বাড়িটি ছিল। এটি এমন এক বাড়ি ছিল যেটিকে সে সময় আস্তাবল বলা হতো যার অর্থ হলো এটি বসবাসের আসল জায়গা ছিল না বরং এক ধনী ব্যক্তির অতিরিক্ত বাড়ির মধ্যে একটি ছিল যাতে ঘটনাক্রমে হয়তোবা কোন অতিথি বাস করত অথবা সেখানে তারা স্টোররুম বানিয়ে রেখেছিল বা প্রয়োজন অনুযায়ী পশুর পাল হয়তো সেখানে বাঁধা হতো, কাদিয়ানের এক অপরিচিত ব্যক্তি, যাকে স্বয়ং কাদিয়ানের বাসিন্দারাও ভালভাবে চিনত না, মানুষের এই বিরোধীতা দেখে যা তারা ইসলাম এবং ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার প্রতি পোষণ করত, একাকীত্বে নিজ প্রভুর ইবাদত করতে এবং তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থণা করতে আসে এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত মানুষের কাছ থেকে দূরে থেকে সে নিজ প্রভুর কাছে দোয়া করে। চল্লিশ দিনের দোয়ার পর খোদা তা'লা তাকে একটি নিদর্শন প্রদান করেন। সেই নিদর্শন হলো, আমি শুধুমাত্র সেইসব প্রতিশ্রুতিই নয় যা তোমার সঙ্গে পূর্ণ করব এবং তোমার নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব বরং এই প্রতিশ্রুতিকে আরও মহিমার সঙ্গে পূর্ণ করার জন্য আমি তোমাকে এমন এক পুত্র দান করবো যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে এবং গুণে গুণান্বিত হবে। সে ইসলামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবে। খোদা তা'লার বাণীর মর্ম মানুষকে অবহিত করবে। রহমত এবং কল্যাণের নিদর্শন হবে আর ধর্মীয় এবং পার্থিব জ্ঞান যা ইসলামের প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় তা তাকে দান করা হবে। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে দীর্ঘায়ু দান করবেন এমনকি সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করবে।

পুনরায় তিনি (রা.) এক স্থানে বলেন, যখন এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয় তখন শত্রুরা এর ওপরও আপত্তি করতে থাকে। তখন ১৮৮৬ সনের ২২ মার্চ তিনি (আ.) আরো একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। শত্রুরা আপত্তি করে বলেছিলো যে, এমন ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর কী করে ভরসা করা যেতে পারে যে, আমার ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করবে। তিনি (আ.) যখন এই ঘোষণা করেন তখন তার বয়স পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধ্বে ছিল আপনার ঘরেও যদি কোন পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে তাহলে এটি কীভাবে প্রমাণ হতে পারে যে, এর মাধ্যমে পৃথিবীতে খোদা তা'লার কোন বিশেষ নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। তিনি (আ.) মানুষের এসব আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে ২২শে মার্চের বিজ্ঞাপনে লিখেন, এটি শুধুমাত্র একটি ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং এক মহান ঐশী নিদর্শন যা মহাপ্রতাপান্বিত খোদা আমাদের সম্মানীত নবী রাউফুর রহীম মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যতা এবং বিশেষত্ব প্রকাশ করার জন্য দেখিয়েছেন। তারপর এই বিজ্ঞাপনেই তিনি (আ.) লিখেন, খোদা তা'লার কল্যাণ এবং অনুগ্রহে আর হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর আশীষে খোদা তা'লা এই অধমের দোয়া গ্রহণ করত এমন এক কল্যাণমন্ডিত আত্মাকে প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ সম্পূর্ণ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। অতএব এটি হলো সেই ইলহামের সারমর্ম। এরপর আল্লাহ্ তা'লা দেখিয়েছেন, এর বিস্তারিত বিবরণ এখন আমি দিচ্ছি না যে, কিভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র ব্যক্তি সত্তায় এগুলো প্রকাশ পেয়েছে। এর কিছুটা পরবর্তীতে আমি তুলে ধরব। অনেকে আপত্তি করে থাকে, আপনি মুসলেহ্ মওউদ নন, বরং পরবর্তীতে কোন এক সময়ে তিন চার শত বছর বা এক শত বা দুই শত বছর পর মুসলেহ্ মওউদ জন্ম লাভ করবে। আর এই আপত্তিকারীরা বলছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়া

করলেন তখন খোদা তা'লা তাকে এই সংবাদ দেন যে, আজ থেকে তিন শত বছর পর আমরা তোমাকে এমন এক পুত্র সন্তান দান করব যে ইসলামের সত্যতার নিদর্শন হবে। পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে এই কথাকে যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করবে।

পন্ডিত লেখরাম, মুন্সি ইন্দার মোহন মুরাদাবাদী আর কাদিয়ানের হিন্দুরা বলছে যে, ইসলাম সম্পর্কে এই দাবী করা যে, এর খোদা পৃথিবীকে নিদর্শন প্রদর্শন করার ক্ষমতা রাখেন, এটি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন এক দাবী। যদি এই দাবীর কোন সত্যতা থেকে থাকে তাহলে আমাদের নিদর্শন দেখানো হোক। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সমর্পিত হন আর বলেন, হে খোদা! আমি তোমার কাছে এই প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমাকে তোমার রহমতের নিদর্শন দেখাও, তুমি আমাকে তোমার কুদরত এবং নৈকট্যের নিদর্শন দান কর। অতএব এই নিদর্শন তো এমন নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল যখন কিনা সেসব ব্যক্তি জীবিত থাকবে যারা এই নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল। অতএব তেমনটিই হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১৮৮৯ সনে যখন আমার জন্ম হয় তখন তারা জিবীত ছিল যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল। আর আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

নিজের একটি রুইয়্যা বা সত্য স্বপ্নের উল্লেখ করতে গিয়ে যে, কীভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র পক্ষে যায় বা তার বেলায় প্রযোজ্য হয়, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি সেই সব সাদৃশ্য বর্ণনা করছি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে আমার স্বপ্নের রয়েছে। যেভাবে আমি বলেছি তিনি (রা.) একটি রুইয়্যা বা সত্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি, আমার মুখ দিয়ে এই বাক্য নিসৃত হচ্ছে যে, আনাল মসীহুল মওউদু, মসীলুহু ওয়া খলীফাতুহু। এই শব্দগুলো আমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হওয়া আমার জন্য এমনই বিস্ময়কর ছিল, বাস্তবে তো এটি অবশ্যই আমার জন্য অত্যন্ত বিস্ময়কর, কিন্তু স্বপ্নেও আমার অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, এর ভয়ে আমি প্রায় জেগেই উঠছিলাম যে, আমার মুখ দিয়ে এ কেমন শব্দ বের হয়ে গেল। পরবর্তীতে কোন কোন বন্ধু মনযোগ আকর্ষণ করেন যে, মসীহী নফস হওয়ার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সালের বিজ্ঞাপনেও রয়েছে। দ্বিতীয়ত আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি প্রতিমা ভাঙছি। এর ইঙ্গিতও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশে পাওয়া যায় যে, সে রূহুল হক বা পবিত্র আত্মার কল্যাণে বা প্রসাদে বহু মানুষকে ব্যধিমুক্ত করবে। প্রতিশ্রুত সন্তানের ভবিষ্যদ্বাণীতেও এই শব্দগুলো রয়েছে যে, সে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। একইভাবে আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি কতিপয় ভিন দেশে গিয়েছি আর সেখানেও আমি নিজের কর্মকান্ডকে শেষ করিনি বরং আমি আরো সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সংকল্প করছি। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর যে কালাম বা বাণী অবতীর্ণ করেছেন তাতেও এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় অতএব লেখা আছে যে, সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করবে। এই শব্দগুচ্ছও তার দূর দুরান্তে যাওয়া এবং অগ্রসর হতে থাকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

এরপর ভবিষ্যদ্বাণীতে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, তাকে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে। এর প্রতিও আমার স্বপ্নে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। অতএব স্বপ্নে আমি অত্যন্ত উচ্চস্বরে বলছি যে, আমি সেই ব্যক্তি যাকে ইসলামের জ্ঞান এবং আরবী ভাষার জ্ঞান তথা এই ভাষার দর্শন মায়ের কোলে থাকতে তার বুকের দুধের সাথে পান করানো হয়েছে। এরপর এটিও লেখা আছে যে, সে ঐশী গৌরব এবং প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। স্বপ্নে এরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেমনটি আমি বলেছি যে, স্বপ্নে আমার মুখ দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলিয়েছেন আর আমার মুখ দিয়ে খোদা তা'লা কথা বলা আরম্ভ করেছেন। এরপর মহানবী (সা.) আগমন করেন আর তিনি আমার মুখ দিয়ে কথা বলেন। তারপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আগমন করেন এবং আমার মুখ দিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেন। এটি ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ যার উল্লেখ ভবিষ্যদ্বাণীতেও পাওয়া যায়। অতএব উভয়ের মাঝে এটিও একটি সাদৃশ্য যা দেখতে পাওয়া যায়।

এরপর লেখা আছে, সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হবে এবং এটি ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্য। আর স্বপ্নেও এমনটি দেখানো হয়েছে যে, একটি জাতি যাতে আমি এক ব্যক্তিকে নেতা মনোনীত করি আর এমন বাক্যে যেভাবে এক শক্তিশালী বাদশাহ্ তার অধিনস্তকে আদেশ দেয় সেভাবে আমি তাকে বলছি যে, হে আব্দুশ্‌শকূর! তুমি আমার কাছে এর জন্য দায়ী থাকবে যে, তোমার দেশ স্বল্পতম সময়ে তৌহিদের প্রতি ঈমান নিয়ে আসবে, শিরক পরিত্যাগ করবে, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার ওপর আমল করবে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশাবলীকে নিজেদের দৃষ্টিপটে বা মানসপটে রাখবে। এক মহা মহিমান্বিত এবং মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারীই এরূপ কথা বলতে পারে যা স্বপ্নে আমার মুখ দিয়ে নিসৃত হয়েছে। আর এই যে ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা তার মাঝে আমাদের রূহ ফুৎকার করব এটি এই কথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, তার ওপর ঐশী বাণী অবতীর্ণ হবে আর স্বপ্নে এরও উল্লেখ রয়েছে। অতএব ঐশী নিয়তী অনুযায়ী স্বপ্নে আমি বুঝতে পারছিলাম যে, এখন আমি বলছি না বরং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইলহামী ভাষায় আমার মুখ দিয়ে কথা নির্গত হচ্ছে। তাই স্বপ্নের এই অংশে ভবিষ্যদ্বাণীর এই কথাগুলোরই পূর্ণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমরা তার মাঝে আমাদের রূহ ফুৎকার করব।

১৯৩৬ সনের শুরার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে গিয়ে, যেখানে সাহাবাদের (রা.) এক বড় অংশ উপস্থিত ছিলেন আর অনুসারীরাও প্রচুর সংখ্যায় উপস্থিত ছিল, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অতএব এটি শুধু খিলাফত এবং ব্যবস্থাপনারই প্রশ্ন নয় বরং ধর্মেরও প্রশ্ন। এরপর শুধু খিলাফতেরই প্রশ্ন নয় বরং এমন খিলাফতের প্রশ্ন যা প্রতিশ্রুত খিলাফত। আমি শুধু এজন্য খলীফা নই যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের মৃত্যুর দ্বিতীয় দিন বা পরের দিন আহমদীয়া জামাতের লোকেরা সমবেত হয়ে আমার খিলাফতের বিষয়ে একমত হয়েছে। বরং আমি এজন্যও খলীফা যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের খিলাফতেরও পূর্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)

খোদা তা'লার ইলহামের আলোকে বলেছিলেন যে, আমি খলীফা হব। অতএব আমি শুধুমাত্র খলীফা নই বরং প্রতিশ্রুত খলীফা। আমি মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নই কিন্তু আমার কণ্ঠ খোদা তা'লার কণ্ঠ কেননা খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এর সংবাদ দিয়েছিলেন। মোটকথা এই খিলাফতের মাকাম বা মর্যাদা মা'মুরিয়াত এবং খিলাফতের মধ্যবর্তী কোন মাকাম বা মর্যাদা। আর এই সুযোগটি এমন নয় যে, আহমদীয়া জামাত এটিকে বৃথা যেতে দিবে আর খোদা তা'লার কাছে বিজয়ী বিবেচিত হবে। যেভাবে এই কথা সঠিক যে, নবী প্রতিদিন আসেন না তদ্রুপ এ কথাও সঠিক যে, প্রতিশ্রুত খলীফাও প্রতিদিন আগমন করেন না।

এরপর ১৯৪৪ সনে যখন তিনি (রা.) এই দাবী করেন অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার ঘোষণা করেন, তখন তিনি বলেন, আমাদের জামাতের বন্ধুরা বারবার আমার সামনে এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং এই ধরণের অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থাপন করে আর এই কথার ওপর জোর দেয় যে, আমি যেন নিজের খেত্রে সেগুলো পূর্ণ হওয়ার ঘোষণা করি, যেভাবে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমি তাদেরকে সর্বদা এটিই বলেছি যে, ভবিষ্যদ্বাণী নিজের পরিপূর্ণতা নিজেই প্রকাশ করে। যদি এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্পর্কে হয়ে থাকে তাহলে যুগ আপনাআপনি এর স্বাক্ষ্য দিবে যে, এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। যেহেতু এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার যুগে এবং আমার হাতে পূর্ণ হয়েছে তাই আমিই এর সত্যায়নের স্থল, এতে কোন সমস্যা ছিল না। কোন কাশফ এবং ইলহাম এর সত্যায়নে হওয়া এটি একটি অতিরিক্ত বিষয় কিন্তু খোদাতা'লা নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী এ বিষয়টি প্রকাশ করে দেন আর আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে জ্ঞানও দান করেন যে, মুসলেহ্ মওউদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ আমার জন্য করা হয়েছে। তাই আজ প্রথমবার আমি সেসব ভবিষ্যদ্বাণী আনিয়ে এই নিয়্যত নিয়ে দেখেছি যে, আমি যেন এ সব ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতা বুঝি এবং দেখি যে, আল্লাহ্ তা'লা এতে কি কি কথা বর্ণনা করেছেন। । কিন্তু আজ প্রথম বার আমি সেসব ভবিষ্যদ্বাণী পড়ি আর এসব ভবিষ্যদ্বাণী পড়ার পর আমি খোদাতা'লার পক্ষ থেকে দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি যে, খোদা তা'লা এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার মাধ্যমেই পূর্ণ করেছেন। এক তো সেই সময় ছিল যখন তিনি বলেছিলেন যে, আমার দাবী করার কোন প্রয়োজন নেই যে, আমি এ কথা ঘোষণা করব। আর সেই সময়ও এসেছে যখন আল্লাহ্ তা'লা তার কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তুমিই মুসলেহ্ মওউদ তাই ঘোষণা কর। তাই তখন তিনি আপত্তিকারী এবং অমান্যকারীদের সুস্পষ্টভাবে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি বলছি এবং খোদা তা'লার কসম করে বলছি, আমিই মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণকারী আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকেই সেসব ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল বানিয়েছেন যা এক প্রতিশ্রুত পুত্রের আগমনের বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) করেছিলেন। যে ব্যক্তি মনে করে আমি মিথ্যা রচনা করছি বা এ সম্পর্কে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছি সে আসুক এবং এ বিষয়ে আমার সাথে মুবাহালা করুক অথবা আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে সে ঘোষণা করুক যে, খোদা তা'লা তাকে জানিয়েছেন যে, আমি মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছি। এরপর আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তাঁর ঐশী নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে বিষয়টির মিমাংসা করবেন যে, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।

এরপর ভবিষ্যদ্বাণীর যে বিভিন্ন অংশ ছিল তার কিছু অংশ আমি বর্ণনা করছি। যেমন ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ ছিল যে, তাকে বাহ্যিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে। তাকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান এবং কুরআনের জ্ঞান শিখানো হবে এবং খোদা তা'লা স্বয়ং তার শিক্ষক হবেন। তিনি বলেন, আমার শিক্ষা যেভাবে হয়েছে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে, আমার শিক্ষার ক্ষেত্রে মানবীয় কোন হাত ছিল না।

এরপর তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ফিরিশতাদের মাধ্যমে আমাকে পবিত্র কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং আমার মাঝে তিনি এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যেভাবে কেউ কোন ধন ভান্ডারের চাবি লাভ করে। অনুরূপভাবে আমি পবিত্র কুরআনের জ্ঞানের ভান্ডারের চাবি লাভ করেছি। এক স্থলে তিনি বলেন, লেখক স্বয়ং ফিরিশতাদের নিকট থেকে অনেক কিছু শিখেছে। একদা এক ফিরিশতা আমাকে সূরা ফাতেহার তফসীর শিখান। এরপর তিনি (রা.) বলেন, খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা কুরআনের জ্ঞান এত ব্যাপকভাবে আমার ওপর উন্মুক্ত করেছেন যে, এখন কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুসলেমাহ্ আমার বই-পুস্তক পাঠ করতে এবং তা থেকে উপকৃত হতে বাধ্য। অতএব এরা আমাকে যাই বলুক না কেন, যত ইচ্ছা গালি দিক না কেন তারা যদি কুরআনের জ্ঞান লাভ করতে চায় তাহলে আমার মাধ্যমেই লাভ করতে পারবে এবং বিশ্ববাসী তাদেরকে এই কথা বলতে বাধ্য হবে যে, হে নির্বোধেরা! তোমাদের থলিতে যা কিছু আছে তা তো তোমরা তার কাছ থেকেই নিয়েছ। তাহলে কোন মুখ নিয়ে তোমরা আজ তার বিরোধীতা করছ?

এরপর এক জায়গায় তিনি (রা.) বলেন, ১৯০৭ সনে সর্বপ্রথম জনমসমক্ষে আমি কোন বক্তৃতা করি। আমি আধা ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টা পর্যন্ত বক্তৃতা করি। বক্তৃতা সমাপ্ত করে যখন আমি বসি আমার স্মরণ আছে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, মিঞাঁ আমি তোমাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি, তুমি অনেক উন্নত মানের বক্তৃতা করেছ।

তাকে আভ্যন্তরীন জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে। এ সম্পর্কেও কিছু বলছি। প্রথমে বাহ্যিক জ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে এখন আভ্যন্তরীন জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে। এ সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, আভ্যন্তরীন জ্ঞান অর্থ হলো সেই বিশেষ জ্ঞান যা খোদাতা'লার ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যেমন অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে, অতএব এই ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি বিশেষ দয়া করেছেন এবং শত শত স্বপ্ন ও ইলহাম আমার প্রতি হয়েছে যা অদৃশ্যের জ্ঞান সমৃদ্ধ। এরপর তিন কে চার করা সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, এ কথাও সঠিক নয় যে, তিনকে চার করার বিষয়টি আমার বেলায় প্রযোজ্য হয় না। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমি বিভিন্ন আঙ্গিকে তিনকে চার করেছি। প্রথম বিষয় হচ্ছে আমার পূর্বে মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব, মির্যা ফযল আহমদ সাহেব এবং মির্যা বশীর আউয়াল জন্মগ্রহণ করে আর চতুর্থ ছিলাম আমি। আর দ্বিতীয়ত আমার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিন জন পুত্র জন্ম নিয়েছেন আর এভাবে আমি তাদের

তিনকেও চার করেছি অর্থাৎ মির্যা মুবারক আহমদ, মির্যা শরীফ আহমদ, মির্যা বশীর আহমদ আর চতুর্থ ছিলাম আমি। আর তৃতীয়ত এভাবেও আমি তিনকে চার করেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবন্ত সন্তানদের মধ্যে আমরা তিন ভাই, অর্থাৎ আমি, মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এবং মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর ঈমান রাখার কারণে তার আধ্যাত্মিক সন্তানের পর্যায়ভুক্ত ছিলাম। মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব তার আধ্যাত্মিক বংশধরের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের ওপর তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কিন্তু বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তার যুগে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেননি। যখন আমার যুগ আসে তখন আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবস্থা করেন যে, তিনি আমার মাধ্যমে আহমদীয়া জামাত ভুক্ত হন। আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তিনকে চার করার তৌফিক দিয়েছেন। এরপর এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমি তিনকে চার করেছি যে, আমি ইলহামের চতুর্থ বছর জন্ম গ্রহণ করি। ১৮৮৬ সনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন।

ঐশী গৌরব এবং প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, পঞ্চম সংবাদ যা দেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে, তার আবির্ভাব ঐশী গৌরব এবং প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। এটিও আমার জীবদ্দশায় পূর্ণ হয়েছে অতএব আমার খেলাফত স্থীরতা লাভ করতেই প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ হয় আর এখন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হচ্ছে যার মাধ্যমে খোদা তা'লার ঐশী গৌরব এবং প্রতাপ প্রকাশ পাচ্ছে।

সে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। যখন আমি খলিফা হই তখন আমাদের ভাণ্ডারে কেবল চৌদ্দ আনা পয়সা ছিল এবং আঠার হাজার রুপি ঋণ ছিল। যদি তাঁর সাহায্য আমার সাথে না থাকে তাহলে আমি কিছুই করতে পারব না। কিন্তু সেই পবিত্র সত্ত্বার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তিনি অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন। মোট কথা বিভিন্ন ধরণের বিরোধীতা হয়েছে, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বিরোধীতা হয়েছে, আভ্যন্তরীন এবং বাইরে বিরোধীতাও কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তৌফিক দিয়েছেন যে, আমি জামাতকে উন্নতির রাজপথে আরো বেশী এগিয়ে নিয়ে গেছি।

এটিও একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, তিনি বন্দীদের মুক্তির কারণ হবেন। আল্লাহ্ তা'লা এই ভবিষ্যদ্বানীও আমার মাধ্যমে পূর্ণ করেছেন। প্রথমত আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমে সেই সব জাতির হেদায়াতের ব্যবস্থা করেছেন যাদের প্রতি মুসলমানদের কোন মনযোগ ছিলনা এবং তারা অত্যন্ত লাঞ্ছিত এবং অধপতিত অবস্থায় ছিল। তারা বন্দীদের মতই জীবন-যাপন করছিল। মোট কথা পশ্চিম আফ্রিকা এবং আমেরিকা উভয় দেশে হাবশী জাতিগুলো ব্যাপক সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা এই জাতির মাঝে তবলীগ করার সুযোগ দিয়ে আমাকে এসব বন্দীদের মুক্তির কারণ বানিয়েছেন এবং তাদের জীবনের মান উন্নত করার তৌফিক দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই সংবাদ দেয়া হয়েছিল যে, আমি তোমার নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব। অতএব আমরা দেখেছি যে, এমনই হয়েছে। যখন আমি জন্ম নিই তার দুই আড়াই মাস পরই তিনি মানুষের কাছ থেকে বয়াত গ্রহণ করেন আর এভাবে পৃথিবীতে জামাতে আহমদীয়ার ভিত্তি রচিত হয়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেছিলেন যে, তিনি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তৌফিক দিয়েছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেছি।
মোটকথা পৃথিবীর এমন কোন জাতি নেই যা আজ আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে অবহিত নয়। পৃথিবীর এমন কোন জাতি নেই যারা আজ এটি অনুভব করে না যে, আহমদীয়াত এক ক্রম বৃদ্ধিমান প্লাবন যা তাদের দেশের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। সরকার এই প্রভাবকে অনুভব করছে বরং কতিপয় সরকার একে দমন করার চেষ্টাও করে আর এটি কেবল সেই যুগেরই কথা নয় আজকালও এমনটি আমরা দেখছি। অতএব রাশিয়াতে যখন আমাদের মুবাল্লিগ যান তখন তাকে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে, মারধর করা হয়েছে, পেটানো হয়েছে এবং দীর্ঘ দিন তাকে বন্দী রাখা হয়েছিল কিন্তু যেহেতু খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল যে, এই জামাতকে তিনি প্রসারতা দান করবেন এবং আমার মাধ্যমে একে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি দিবেন তাই তিনি তাঁর অপার অনুগ্রহ এবং দয়ায় এসব স্থানে আহমদীয়া জামাতকে পৌঁছে দিয়েছেন বরং অনেক স্থানে বড় বড় জামাতও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ভবিষ্যদ্বাণীর বিভিন্ন অংশ রয়েছে যা অত্যন্ত মহিমার সাথে তার মাঝে পূর্ণ হয়েছে এবং কয়েক বার তা পূর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে তা পূর্ণ হয়েছে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতাকে প্রকাশ করে চলেছে। মহানবী (সা.) এবং ইসলামের মহীমা বৃদ্ধি করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি সর্বদা নিজ রহমত বর্ষণ করুন এবং আমাদেরকেও নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (20th February 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO .....

.....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B